বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ছাত্ররাজনীতি’ নিয়ে শঙ্কিত সাধারণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির চিত্র তাদের কাছে নেতিবাচক। এমনিতে দেশে চাকরির অনিশ্চয়তা এবং লেজুড়বৃত্তি রাজনীতিতে ক্যাম্পাসে সহিংসতার কারণে উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিদেশমুখী প্রবণতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি সরব হলে মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা মুখ ফিরিয়ে নেবে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে।

সম্প্রতি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছাত্রলীগ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটি ঘোষণা করেছে। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। অভিভাবকরা তাদের উদ্বেগের কথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিতও করছেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতরে যাতে সরাসরি ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালিত না হয়, সে জন্য একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় নোটিশও দিয়েছে।

advertisement

এ বিষয়ে গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ‘আমরা যদি গণতান্ত্রিক সমাজ চাই, আমরা যদি সচেতন মানুষ চাই, আমরা যদি দায়িত্বশীল সুনাগরিক ও বিশ্বনাগরিক গড়তে চাই, তা হলে রাজনৈতিক সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সেই রাজনৈতিক সচেতনতা দলীয় রাজনীতি হিসেবে কোনো প্রতিষ্ঠানে থাকবে কি থাকবে না, সেটি সেই প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রাজনীতি করা মানুষের মৌলিক অধিকার। এখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কী নিয়মকানুন করল, কোন রাজনৈতিক দলের কী ব্যবস্থা হলো, সেটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলের বিষয়। সেটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঠিক করে না। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হস্তক্ষেপও করে না। কিন্তু কোনো স্বাভাবিক-সুস্থ প্রক্রিয়াকে নিষিদ্ধ করলে সেটির ফলও আবার ভালো হয় না। সেগুলোও বিবেচনায় নেওয়া উচিত।’

দীপু মনি বলেন, ‘রাজনীতি ইতিবাচক জিনিস। তাই দলীয় রাজনীতি করতে গিয়েও ইতিবাচকতা বজায় রাখতে হবে। সেটাও দলীয় রাজনীতিকে মনে রাখতে হবে। দলীয় রাজনীতি করি বলে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করব, সেটাও যেন না হয়।’

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা জানান, বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বছরে একাধিক সেমিস্টার পদ্ধতি বাস্তবায়ন করায় একাডেমিক পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ট। শুরু থেকেই তারা তথাকথিত ছাত্ররাজনীতির বাইরে শিক্ষার্থীদের অধিকার নিশ্চিত করতে নানা ক্লাব, সংগঠনের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাস পরিচালনা করে আসছে।

সম্প্রতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কমিটি ঘোষণাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠেছে, সকল অধিকার নিশ্চিতের জন্য এত আয়োজনের পরেও নতুন করে দলকেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতির দরকার পড়ছে কেন? প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ না চাইলে সেখানে রাজনীতি বৈধতা পায় কিনা?

এমনকি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিবেশ, সংস্কৃতি ও কাঠামো সেখানে রাজনীতি যদি কর্তৃপক্ষ না চায়, তা হলে সেটা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা যাবে না।

এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্য কার্যাদি সম্পাদন সম্পর্কিত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-সংবিধির গাইডলাইনের খসড়া অনুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা রাজনীতি করতে পারবেন না। একই ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা দলীয় রাজনীতির অংশ হতে পারে কীভাবে- সে প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের।

দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্ররাজনীতি নিয়ে এখন প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফেসবুক গ্রুপে আলোচনা সরব। কর্তৃপক্ষও ক্যাম্পাসে রাজনীতি চান না। এমন অবস্থান ঘোষণায়- শিক্ষার্থীরা প্রশংসা করছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। একই সঙ্গে সেখানে ছাত্ররাজনীতিকে প্রবেশের সুযোগ না দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন সাধারণ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। শুধু গ্রুপেই নয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নোটিশ শেয়ার করে বাহবা দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

উত্তরার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আহনাফ জানান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কমিটি দেওয়ার অর্থই হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের চাপের মধ্যে রাখা। এর আগে যৌক্তিক আন্দোলনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করে দাবি আদায় করে আসছে।

রাজধানীর বনানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লামিয়া ফেরদৌস বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করতে আসিনি। আমরা এসেছি পড়তে। আমাদের বাবা-মায়ের কষ্টের উপার্জিত টাকা দিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাস করে আরও অধিকতর শিক্ষা নিতে পারি কিংবা চাকরির ময়দানে প্রবেশ করতে পারি। সেখানে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা দেখি না। শুধু লামিয়া নন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতির সরব উপস্থিতির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে তাদের অবস্থান তুলে ধরলেও অনেকেই আছেন ধোঁয়াশায়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির চিত্র তাদের কাছে নেতিবাচক। তাই তারা কেউই চাচ্ছেন না বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি চালু হোক। এমনকি রাজনীতি সরব হলে কেউ কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে চলে যাওয়ার কথাও বলছেন।

আইনজীবীরা বলছেন, কোনো ট্রাস্টের ক্ষেত্রেই পলিটিক্যাল কিংবা নন-পলিটিক্যাল বলা নেই। আবার আলাদাভাবে বাই চয়েসও বলা নেই। তবে বাই চয়েস ধরে কাজ করা যায়। অর্থাৎ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যদি দলীয় রাজনীতির বাইরে নিজেরা থাকতে চায় সেটি তারা পারে।

এ প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ বলেন, বিগত বছরগুলোতে আমরা কী দেখে আসছি? ছাত্ররাজনীতির নামে দেশে কী চলছে? সরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতির নামে শিক্ষার্থীদের সিট নিয়ে দখলবাজি, টেন্ডারবাজিসহ বেশ কিছু অঘটন আমরা দেখতে পেয়েছি। সুতরাং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এভাবে রাজনীতি চলতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিবেশ, সংস্কৃতি ও কাঠামো সেখানে রাজনীতি যদি কর্তৃপক্ষ না ঢোকাতে চায়, তা হলে সেটা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা যাবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ভিন্ন। ছাত্ররাজনীতির নামে যা হয় তাকে কি গ্রহণ করা যায়? এই রাজনীতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকানোর পক্ষে আমি না। অথচ সোনালি ঐতিহ্য ছিল। সেটি এখন তো নেই। বরং এখনকার ছাত্ররাজনীতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিসরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক ধানমন্ডির একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সহকারী অধ্যাপক জানান, বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি বলতে কি কিছু আছে? যা আছে তা তো প্রভাব খাটানোর রাজনীতি। পত্রপত্রিকায় দেখি ছাত্ররাজনীতির দরুন ছাত্রত্ব আছে কত বছর ধরে। একজন শিক্ষার্থী রাজনীতির কারণে বছরের পর বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝুলে থাকবে, এমন হতে পারে না। বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ছাত্ররাজনীতির কথা বলা আছে, তা যদি থাকত তা হলে ভরসার জায়গাটুকু থাকত।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, আমরা রাজনৈতিক সচেতন। কিন্তু ক্যাম্পাসে আমরা এ রকম কর্মকাণ্ড চাই না। শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে জ্ঞানসাধনার মধ্য দিয়ে মেধাকে শানিত করা, কল্পনাকে জাগ্রত করা, উদার মানবিক চেতনাকে বিস্তৃত করা। তার জন্য অনেক রকমের আয়োজন আমাদের ক্যাম্পাসে রয়েছে।

1
Shares